দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 02 APR 2016
পৃষ্ঠা 6 কলাম 8

# শিক্ষা বিস্তার শিল্প সাহিত্য প্রযুক্তিতে ঐতিহ্যের স্মারক

মামুন-অর-রশিদ, রাজশাহী ॥ উত্তরাঞ্চলে শিক্ষা বিস্তারের ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ রাজশাহী কলেজ প্রতিষ্ঠার ১৪৪ বছরে পা দিল। ১৮৭৩ সালের ১ এপ্রিল মাত্র ৬ জন ছাত্র নিয়ে রাজশাহী শহরের প্রাণকেন্দ্রে শিক্ষাবিস্তারে যে বৃক্ষের বীজ বপন করা হয়েছিল তা আজ এক ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে। হারানো জ্ঞানী-গুণী এ বিদ্যাপীঠের আলোয় আলোকিত হয়ে এখন আলো ছড়াচ্ছে দেশ-বিদেশে।

আজও প্রমত্তা পদ্মা নদীর তীরে ৩৫ একর জমির ওপর দাঁড়িয়ে জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে যাচ্ছে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। শিক্ষা-দীক্ষায়, শিল্প-সাহিত্যে, মননে-সৃজনে, বিজ্ঞানে-প্রযুক্তিতে অসাধারণ সাফল্য দেখিয়ে প্রতিষ্ঠানটি অবাক করে দিয়েছে সবাইকে। বর্তমানে কলেজের এইচএসসিসহ ২৪টি বিভাগে স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও ডিগ্রী পাস কোর্সে পড়ানো হয়। অধ্যয়ন করছেন প্রায় ২৭ হাজার শিক্ষার্থী। আর কর্মরত আছেন ২৪৮ শিক্ষক।

## ১৪৪ বছরে পা দিল রাজশাহী কলেজ

রাজশাহী শহরে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে নওগাঁর দুবলহাটির রাজা হরনাথ রায় চৌধুরী ১৮৭২ সালে তার জমিদারির একটি অংশ রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলকে দান করেন। তারই অর্থানুকূলে ১৮৭৩ সালের পহেলা এপ্রিল একজন মুসলিম ছাত্রসহ মোট ছয় জন ছাত্র নিয়ে কলেজিয়েট স্কুলের সঙ্গে বর্তমান রাজশাহী কলেজের উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর সমমানের কোর্স চালু হয়। ১৮৭৮ সালে বিএ এবং মাস্টার্স কোর্স খোলার অনুমতি প্রদান করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী বিখ্যাত রাজনীতিবিদ জ্যোতি বসু, উপমহাদেশের খ্যাতিমান চলচ্চিত্র পরিচালক ঋত্বিক ঘটক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি স্যার যদুনাথ সরকার, বৈজ্ঞানিক প্রথায় ইতিহাস চর্চার পথিকৃৎ অন্যতম সাহিত্যিক অক্ষয় কুমার মৈত্র, সাবেক প্রধান বিচারপতি হাবিবুর রহমান, জননেতা ও শিক্ষানুরাগী মাদার বখশ, বাংলাদেশের ৪ জাতীয় নেতার একজন এএইচএম কামারুজ্জামানের মতো বরেণ্য ব্যক্তিত্ব এ কলেজের ছাত্র ছিলেন। এ কলেজের সবুজ চত্বরে ছিল তাদের পদচারণা।

একবিংশ শতাব্দীর প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে রাজশাহী কলেজ ডিজিটাল করে নিয়েছে নিজেকে। কলেজের নিরাপত্তা বিধান করতে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে সংযুক্ত থাকতে সকল শিক্ষার্থীর জন্য বিনামূল্যে ওয়াইফাই সুবিধ দেয়া হয়েছে। ৮৮টি শ্রেণীকক্ষকে মাল্টিমিডিয়ায় রূপান্তর করা হয়েছে। তার জন্য শিক্ষকদের দেয়া হয়েছে ৪৫০টি ল্যাপটপ। প্রত্যেক বিভাগে রয়েছে ব্রডব্যান্ডের ইন্টারনেট সংযোগ। কলেজের যাবতীয় তথ্য প্রদর্শনের জন্য প্রশাসন ভবনে লাগানো রয়েছে এলইডি সাইনবোর্ড। কলেজকে আধুনিকীকরণ ও শিক্ষাক্ষেত্রে আধুনিক এবং ডিজিটাল ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য বর্তমান অধ্যক্ষ হবিবুর রহমান বিভাগীয় 'ইনোভেশন এ্যাওয়ার্ড-২০১৬' লাভ করেছেন। বিভাগীয় ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলায় রাজশাহী বিভাগে শ্রেষ্ঠ কলেজ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে রাজশাহী কলেজ।

এছাড়া উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ২০১৩ ও ২০১৪ সালে রাজশাহী শিক্ষাবোর্ডে প্রথম স্থান অর্জন করে এবং ২০১৪ সালে সরকারী কলেজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করে রাজশাহী কলেজ। কলেজ পর্যায়ে এবার বৃহত্তম মানবপতাকা প্রদর্শনের কৃতিত্ব লাভ করেছে এই কলেজ।

রাজশাহী কলেজ অধ্যক্ষ হবিবুর রহমান জানান, শুক্রবার হওয়ায় দিবসটি উপলক্ষে কলেজে কোনো অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়নি। তবে আজ শনিবার জাঁকজমকপূর্ণভাবেই রাজশাহী কলেজের প্রতিষ্ঠার দিনটি উদযাপন করা হবে।